দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 2 8 SEP 2005
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

জাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের নতুন কর্মসূচী

জাবি সংবাদদাতা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা প্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থীরা যৌন নিপীড়নের অভিযোগে অভিযুক্ত শিক্ষকের স্থায়ী অপসারণের দাবীতে গত মঙ্গলবার নতুন কর্মসূচী ঘোষণা করার কথা। অব্যাহত আন্দোলনের প্রেক্ষিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা গত সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির অফিসকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে তারা অভিযুক্ত শিক্ষক তানভীর আহমেদ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে গৃহীত প্রশাসনের সিদ্ধান্তকে প্রহসনমূলক আচরণ বলে উল্লেখ করেন। শিক্ষার্থীরা উক্ত শিক্ষকের স্থায়ী অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে জানান।

যৌন নিপীড়নের অভিযোগ

তাদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য প্রশাসন অপচেষ্টা চালাচ্ছে বলে তারা অভিযোগ করেন। গত সোমবার তারা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাজ বিজ্ঞান ভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচী পালন করে। এদিকে, আন্দোলনকারী ছাত্ররা অভিযুক্ত শিক্ষকের অপসারণ দাবী করলেও অভিযুক্ত ছাত্রের বিরুদ্ধে কোন শাস্তির দাবী করছে না। এমনকি তারা ঐ ছাত্রের নাম প্রকাশ করতেও অনিচ্ছুক।

অপরদিকে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গতকাল এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসনের তানভীর আহমেদ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ছাত্র-ছাত্রীরা অনৈতিক ও অশোভন আচরণের অভিযোগ করার পরিপ্রেক্ষিতে বিভাগীয় সভায় অব্যবহিত পরে ২২ সেপ্টেম্বর প্রাথমিক আনুষ্ঠানিক তদন্ত কমিটি গঠন ছাড়াই জাবি কর্মচারী দক্ষতা ও শৃঙ্খলা অধ্যাদেশের ১০(ক)(২) ধারা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ তাকে তাৎক্ষণিক সাময়িকভাবে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে। এরপর ন্যূনতম সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ২৪ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টায় অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের জরুরী সভায় কর্মচারী দক্ষতা ও শৃঙ্খলা অধ্যাদেশের ৫(ক)(২) ধারা অনুযায়ী তানভীর আহমেদ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য একটি চূড়ান্ত তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এই ধারার নিয়ম অনুযায়ী ভিসি তদন্ত কমিটির সভাপতি থাকেন। উক্ত তদন্ত কমিটি ২৫ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায় প্রথম সভায় মিলিত হয়ে অভিযুক্ত শিক্ষকের নামে অভিযোগনামা প্রেরণ করে এবং প্রাথমিকভাবে অভিযোগকারী ১৮ জন ছাত্র-ছাত্রীকে তদন্ত কমিটির কাছে প্রমাণসহ সাক্ষ্য দেয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। কর্মচারী দক্ষতা ও শৃঙ্খলা অধ্যাদেশের ৬(১) ধারার ১ম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জবাব দেয়ার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ৭ দিন সময় দেয়ার বিধান রয়েছে বিধায় তদন্ত কমিটির ২য় সভা ৪ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে।

কর্মচারী দক্ষতা ও শৃঙ্খলা অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক এর চেয়ে দ্রুততায় এ বিচারকার্য সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এখানে কোন পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার কোন অভাব নেই। এমতাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তর স্বার্থে সকলকে ধৈর্য ধারণ ও দায়িত্বশীল আচরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য ছাত্র শিক্ষক অফিসার কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানানো হচ্ছে।